✡ অপ্রমা :

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে লক্ষণ প্রদানের পর দুপ্রকার জ্ঞানের বিভাগ করেছেন- স্মৃতি ও অনুভব। স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানকে অনুভব বলেছেন। অনুভব আবার যথার্থ অনুভব ও অযথার্থ অনুভব। অযথার্থ অনুভব হল অপ্রমা। অন্নংভট্ট অপ্রমার লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন - তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ। এখানে 'তৎ' শব্দের দ্বারা প্রকারতা বিশিষ্ট ধর্ম বা প্রকারতাকেই বুঝতে হবে। 'তদভাব' অর্থ সেই ধর্মের অভাব এবং 'তদভাববৎ' এর অর্থ ঐ ধর্মের অভাব আছে যে বিশেষ্যে। 'তদভাববতি তৎপ্রকারক' অর্থাৎ যেখানে প্রকারতা বিশিষ্ট ধর্মটি থাকে না সেখানে যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয় তাহলে তা অযথার্থ অনুভব হবে। হঠাৎ অন্ধকারে রজ্জুতে চক্ষু সন্নিকর্ষ হলে যদি 'অয়ং সর্পঃ' এইরূপ অনুভব হয় তাহলে ঐ অনুভবটি অযথার্থ। এই অনুভবে 'সর্পত্ব' ধর্মটি প্রকার। 'তৎ' শব্দের দ্বারা ঐ প্রকারকেই বোঝান হয়েছে। এখানে সর্পত্বের অভাবের অধিকরণ রজ্জুতে সর্পত্ব প্রকারক অনুভব হওয়ায় অপ্রমার লক্ষণে সমন্বয় হল।

দীধিতিকার অন্নংভট্ট অপ্রমার লক্ষণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি "ইদং সংযোগি" এই কথা গুলির উল্লেখ করেছেন। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়কে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন — কোন বৃক্ষের শাখায় যদি একটি বানর বসে থাকে; তাহলে বৃক্ষ, বানর উভয়ই দ্রব্য পদার্থ হওয়ায় তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধটা সংযোগ। কপিসংযোগী এই বৃক্ষ বিষয়ে যে জ্ঞান হয় তা "ইদম্ কপি সংযোগি" ভাবে ঐ জ্ঞান যথার্থ অনুভব হবে। এখানে মনে রাখতে হবে সংযোগ নামক গুণটি অব্যাপ্যবৃত্তি, অর্থাৎ নিজের অধিকরণে ব্যাপ্তিকরে থাকে না, এই গুণটি যে অধিকরণে থাকে সেই অধিকরণে তার অভাবও থাকে। "কপিসংযোগী" বৃক্ষের কপি সংযোগ এই বৃক্ষে আছে। আবার ঐ বৃক্ষে সংযোগের অভাব আছে। বৃক্ষের শাখায় কপির সংযোগ আছে* তাই বৃক্ষকে যেমন 'কপি সংযোগবান' বলা হয় তেমন কপিসংযোগ

* বৃক্ষের, মূলে ও সংযোগের অভাব আছে

যে লক্ষণ দেয়া হয়েছে তেমনি যথার্থ অনুভব বা প্রমার

অভাববান ও বলা হয়। এই দুই প্রকার অনুভব হলে উভয়ই যথার্থ হয়। কিন্তু অযথার্থ অনুভব বা প্রমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কেননা, বৃক্ষ কপি-সংযোগবান এই যথার্থ অনুভবটি 'তদভাববতি তৎপ্রকারক' হয়েছে। এখানে কপিসংযোগ হল প্রকার, বৃক্ষ কপি সংযোগের অভাবের অধিকরণে (মূল অবচ্ছেদক) কপি সংযোগ প্রকারক অনুভব হয়েছে। সুতরাং বৃক্ষ-কপিসংযোগবান এই যথার্থ অনুভবটি অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ সংগ্রহে হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

এই অতিব্যাপ্তি নিরসনে অন্নংভট্ট বলেছেন যদবচ্ছেদে যৎ সম্বন্ধাভাবঃ তদবচ্ছেদে তৎ সম্বন্ধজ্ঞানস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, অর্থাৎ যে দেশে যার সম্বন্ধের অভাব থাকে তার সম্বন্ধের জ্ঞানই অযথার্থ বলে বিবেচনা হয়েছে। বৃক্ষের যে দেশে কপি সংযোগের অভাব (মূল অবচ্ছেদ), সেই দেশেই যদি কপি-সংযোগের জ্ঞান হত তাহলেই অযথার্থ হত। সংযোগের অভাবের অধিকরণে সংযোগের জ্ঞান না হওয়ায় ঐ জ্ঞান অযথার্থ হবে না। বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে কপি-সংযোগ নেই, শাখা অবচ্ছেদে কপি সংযোগ আছে। যদি মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগ প্রকারক অনুভব হয় তাহলে তা হবে অযথার্থ, এইভাবে অন্নংভট্ট অপ্রমা বা অযথার্থ অনুভবের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করেছেন। সাধারণভাবে একথা বলা যায়ে, যে স্থলে একটি জ্ঞানের প্রকার অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, সেখানেই তর্ক-সংগ্রহে লিখিত অপ্রমার লক্ষণে অতিব্যাপ্তি সম্ভাবিত হবে। প্রকার ব্যাপ্যবৃত্তি হলে ঐ দোষ হয় না।

প্রমা:

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে প্রমার লক্ষণে বলেছেন - 'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ'; অর্থাৎ বিশেষ্যটি প্রকৃতই যে ধর্মবিশিষ্ট অনুভবটি যদি বিশেষ্যকে সেই ধর্ম বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করে তাহলে অনুভবকে যথার্থ অর্থাৎ প্রমা বলা হবে। অন্যভাবে বললে যথার্থ অনুভব হচ্ছে সেই অনুভব যার প্রকার এমন একটি ধর্ম যা বিশেষ্যেও থাকে। যেমন ঘট দেখে বলা হল - 'অয়ং ঘটঃ' এই জ্ঞানটি প্রমা। কারণ এখানে 'ঘট' শব্দটি বিশেষ্য এবং 'ঘটত্ব' প্রকার বা বিশেষণ। আমাদের অনুভবের বিষয় 'ঘট' প্রকার 'ঘটত্ব' বাস্তবিকই আছে। অতএব অনুভবটি 'তদ্বতি তৎপ্রকারক' বা প্রমা।

অন্নংভট্ট প্রদত্ত প্রমার লক্ষণে (তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ) তৎ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 'তৎ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'সেই', কিন্তু আলোচ্য লক্ষণে 'তৎ' শব্দটি 'প্রকার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় কোনো একটি অনুভবের বিষয়ে যা প্রকার বা বিশেষণ হবে তাকে বোঝানো হয়েছে 'তৎ' শব্দের দ্বারা। বিভিন্ন জ্ঞানের প্রকার বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই এখানে 'তৎ' শব্দের দ্বারা কোনো একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বোধিত হয়নি। 'ঘটজ্ঞান' স্থলে 'ঘটত্বই' 'তৎ' শব্দের অর্থ। 'বৎ' শব্দের অর্থ অধিকরণ। 'তদ্বৎ' বলতে বোঝায় প্রকারের অধিকরণ অর্থাৎ বিশেষ্য। সংস্কৃত ভাষায় সন্ধির নিয়মানুসারে 'তৎ' শব্দ 'তদ্' শব্দে পরিণত হয়েছে। তদ্বতি হল 'তদ্বৎ' শব্দের সপ্তমী বিভক্তি। ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে তদ্বতি শব্দের অর্থ ঘটে (বিশেষ্যে)। লক্ষণে উক্ত 'অনুভব' বলতে প্রত্যক্ষ অনুভবকেই নির্দেশ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ অনুভব দুপ্রকার - নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। নির্বিকল্পক অনুভব প্রমা হতে পারে না। সবিকল্পক অনুভবই প্রমা বাচ্য হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত 'যথার্থ' (যথা + অর্থ) শব্দের 'যথা' কথাটি সদৃশ অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। এই অর্থে গ্রহণ করলে যে অনুভবের বিষয় সদৃশ তাকেই যথার্থ অনুভব বা প্রমা বলতে হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন এখানে 'যথা' শব্দটির পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে এবং তা হল তদ্বতি তৎপ্রকারক।

অন্নংভট্ট দীপিকাতে প্রমার ঐ লক্ষণের বিরুদ্ধে একটি দোষ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটেছে। কেননা কতকগুলি ক্ষেত্রে অনুভব হয় তখন এ স্থলে প্রমার লক্ষণটি প্রযোজ্য নয়। যখন ঘট দেখে 'অয়ং ঘটঃ' এই-রূপ অনুভব হয় তখন এ স্থলে প্রমার লক্ষণটি প্রযোজ্য হলেও 'ঘটে ঘটত্বম্' — এইরূপ স্থলে প্রমার লক্ষণটি প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং প্রমার লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। 'ঘটে ঘটত্বম্' — এই বাক্যের অর্থ হল 'ঘটত্ব; ঘটবৃত্তি।' এখানে 'ঘট' প্রকার এবং 'ঘটত্ব' বিশেষ্য। 'তৎ' অর্থাৎ প্রকার থাকে 'তৎবৎ' - এ অর্থাৎ বিশেষ্যে। ঘট যদি 'তৎ' হয় তাহলে 'তৎবৎ' রূপে আমরা ঘটত্বকে পাই। কিন্তু বাস্তবিক তা হয় না। ঘটত্ব ঘটে থাকে, কিন্তু ঘট ঘটত্বে থাকে না। ঘট কখনই ঘটত্বের অবচ্ছেদক হতে

নারেন, তাই আলোচ্য স্থলে 'তদ্বৎ' অনুপস্থিত হওয়ায় 'ঘটে ঘটত্ব' এই অনুভবটি তদ্প্রকারক বা ঘটবৃত্তি ঘটপ্রকারক হয় না, এটিকে প্রকার লক্ষণের ব্যাপ্তি দোষ বলে।

এই আপত্তির উত্তরে অন্নংভট্ট বলেছেন প্রকার লক্ষণে যদি বলা হয়েছে অনুভবাত্মক জ্ঞানটি 'তদ্বতি তদ্প্রকারক' হলে তবেই তা প্রকার। তখন 'তদ্বৎ' কথাটির অর্থে 'তৎসম্বন্ধী', বিশেষ্য পদার্থটিকে প্রকার যা বৃত্তি পদার্থটির সম্বন্ধী হতে হবে। পূর্বে বলা হয়েছিল - বিশেষ্য পদার্থটিকে প্রকারকরূপে জ্ঞাত পদার্থটির আশ্রয় হতে হবে। দীধিতিকারের বলা হচ্ছে যে, বিশেষ্য পদার্থটির সঙ্গে বিশেষণের সম্বন্ধ থাকতে হবে। অর্থাৎ দীধিতিকার 'তদ্বৎ' শব্দের অর্থ আধিকরণ না বুঝে সম্বন্ধী বোঝা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেই এই সম্বন্ধ জ্ঞানে বিশেষ্য ও প্রকারের যে সম্বন্ধ জ্ঞাত হয়েছে তার সঙ্গে অভিন্ন হতে হবে। 'ঘটে ঘটত্ব' এই অনুভবের ঘটত্ব হলো বিশেষ্য এবং ঘট হয়েছে প্রকার। ঘটত্ব ঘটের আশ্রয় না হলেও ঘটত্বের সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ আছে এবং বিশেষ সম্বন্ধই আমাদের জ্ঞানে বিশেষ্য ও প্রকারের সম্বন্ধরূপে জ্ঞাত হয়েছে। অতএব জ্ঞানটি প্রমা। এজন্য অন্নংভট্ট দীধিতিতে বলেছেন — "যত্র যস্য সম্বন্ধোঽস্তি তত্র তৎসম্বন্ধানুভবঃ, ইত্যর্থাৎ ঘটত্বেঽপি ঘটসম্বন্ধোঽস্তি, ইতি নাব্যাপ্তিঃ।